গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
(সাধারণ শাখা)
www.sylhetdiv.gov.bd

বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ (DCLWC) এর ৭ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মো: তাহমিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), সিলেট।
সভার তারিখ	২৯ জানুয়ারি, ২০১৯
সভার সময়	সকাল ১১:০০ মিনিট।
স্থান	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট এর সম্মেলন কক্ষ।
উপস্থিতি	সভায় উপস্থিত ও অনুপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা-পরিশিষ্ট 'ক' ও পরিশিষ্ট 'খ' দ্রষ্টব্য।

বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ (DCLWC)-এর সভাপতি বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় দাপ্তরিক জরুরি কাজে ঢাকায় অবস্থান করায় অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), সিলেট, জনাব মো: তাহমিদুল ইসলাম সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। পরিচয় পর্ব শেষে সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ পর্যায়ক্রমে তাদের মতামত ও বক্তব্য প্রদান করেন।

২। বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ (DCLWC)-এর সদস্য সচিব মহোদয় , উপমহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, সিলেট জরুরি কাজে ঢাকায় অবস্থান করায় তার পক্ষে শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) জনাব শিউলী বিশ্বাস সভায় সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে গত ৬ষ্ঠ সভার সিদ্ধান্তসমূহের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন। তিনি পরিদর্শনের মাধ্যমে গত ১ বছরে সরকার ঘোষিত ৩৮ টি ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরের মধ্যে সিলেটের জন্য নির্ধারিত ৪ টি সেক্টর হতে ৯৯ জন শিশুর তালিকা তৈরী করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

৩। উপমহাপরিদর্শক,কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার বিগত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সদস্য হিসাবে সভায় কো অপ্ট হওয়ায় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাপতি হবিগঞ্জের ও মৌলভীবাজার এর শিশুশ্রমের বর্তমান অবস্থা সর্ম্পকে জানতে চাইলে তিনি হবিগঞ্জের শিল্প এলাকায় ও চা বাগানে শিশুশ্রমিক নেই বলে অবহিত করেন। কিছু সেক্টর যেমন- লেদ মেশিন, অটোমোবাইলে শিশুশ্রম নিয়োজিত দেখা যায় বলে জানান।

৪। ব্যবস্থাপক, ইউসেপ সিলেট রিজিওন বলেন, ৫ম থেকে ৮ম শ্রেনীর ঝড়ে পড়া শিশুদের শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাকরীর ব্যবস্থা করা হয়। ইউসেপকে ৮টি রিজিওনে ভাগ করে প্রোগ্রামগুলো বাস্তবায়ন করা হয়। এর মধ্যে সিলেটের বটেশ্বরে টেকনিক্যাল স্কুল এবং বালুচর ও ঘাসিটুলায় জেনারেল স্কুলের ক্যাম্পাস অবস্থিত।ট্রেনিং পরবর্তিতে তাদেরকে চাকরীর ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। প্রতিবছর বাংলাদেশে ৫৫,০০০ ছাত্রছাত্রীকে এ সেবা প্রদান করা হয়। জেনারেল স্কুলে ছাত্রছাত্রী আছে ১১০১ জন যার মধ্যে ছাত্র ৬০২ জন ও ছাত্রী ৪৯৯ জন। কারিগরী শিক্ষাবোর্ডের অধীন ০১ টির টেকনিক্যাল স্কুলে ৮ টি ট্রেডে ৪৬৮ জন, লাইফ স্কিল প্রোগ্রামে ৪৫২ জন,ভোকেশনালে ১১৬ জন। গ্রামে গনসচেতনতা প্রোগ্রাম করা হয় যাতে বিভিন্ন সময় ৪৪৭০ জন অংশ নেয়। প্রোগ্রাম শেয়ারিং মিটিং এ ৯৭ জন উপস্থিত হয় যাতে বিভিন্ন এনজিওর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহন করেন। সভাপতি মহোদয়ের আরেকটি প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, সিলেট জেলা ব্যতিত মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলায় সি.ডব্লিউ.আর.এ টিম এর নেতৃত্বে টিচারদের অংশগ্রহন, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন এবং বিভিন্ন এনজিও এর মাধ্যমে শিশুশ্রমের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তাদেরকে জেনারেল ট্রেনিং, ভোকেশনাল ট্রেনিং , লাইফ স্কিল ট্রেনিং প্রদান করা হয়।

৫। সহকারী পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, সিলেট সভাপতি মহোদয়ের এক প্রশ্নের জবাবে জানান জাতীয় তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে ড্রপ আউট ছাত্রছাত্রীর হার ১৮.৪% এবং সিলেট বিভাগে এ হার ৯.৭১% । ড্রপ আউট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

৬। পরিচালক, এসওএস শিশুপল্লী সিলেট জানান, মূলত ০২ টি কোর এরিয়া নিয়ে তারা কাজ করেন । যার একটি হচ্ছে ফ্যামিলি সাপোর্ট প্রোগ্রাম। এ প্রোগ্রামের আওতায় একটি শিশুকে পরিবারে রেখেই পাঁচ বছর মেয়াদি সহায়তা দিয়ে তাদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে থাকে। বাবা-মাহীন শিশুদেরকে তাদের আত্মীয়ের কাছে রেখেও তারা আর্থিক সহযোগিতা করে থাকেন বলে সভায় জানান। তাদের একটি ক্যাম্পাস আছে যেখানে ১৫টি ফ্যামিলি হাউস আছে , যার প্রত্যেকটিতে একজন করে এসওএস মায়ের তত্বাবধানে ১০ জন করে শিশু পারিবারিক পরিবেশে বড় হয় । বর্তমানে ৬৬৭ জন শিশুকে সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে বলে জানান। যার মধ্যে ফ্যামিলি বেইজড প্রোগ্রামে ১০৯ জন শিশু এবং ফ্যামিলি সাপোর্ট প্রোগ্রামে ৫৫০ জন আছে। বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়া শিশুদের পুনরায় বিদ্যালয়ে ভর্তি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ইউসেপের সাথে সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে এবছর ৪৩ জন শিশুর কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে সভায় উল্লেখ করেন। তাদের সহযোগিতায় সিলেট জেলার ১৭ টি প্রতিষ্ঠানে স্কুল মিড ডে মিল চালু আছে বলে সভায় জানান। সভাপতি সিলেট বিভাগের মধ্যে পিছিয়ে পড়া সুনামগঞ্জ জেলায় এসংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহনের পরার্মশ দেন।

৭। যুগ্ম সম্পাদক, মেকানিক ইউনিয়ন জানান, বেশির ভাগ শিশু মেকানিক কাজে নিয়োজিত । ৪-৫ বছর ধরে আকবেটের সহযোগিতায় মেকানিক ইউনিয়নের প্রতিটি অঞ্চলে একটা করে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে দেওয়ায় আটবেটকে তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন । শিশুশ্রম নিরসনে মাঠ পর্যায়ে কম কাজ হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

৮। সহকারী তথ্য অফিসার শহরে ও গ্রামে বিভিন্ন ভিডিও উপকরণ প্রদর্শন করে শিশুরা যেন স্কুলে যায় এবং স্কুল থেকে ঝড়ে না পড়ে সে ব্যপারে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয় বলে সভায় জানান। এছাড়াও উঠান বৈঠক করে শিশুশ্রম নিরসনের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে সভায় অবহিত করেন ।

৯। নিবাহী পরিচালক, আকবেট তাদের কার্যক্রম সর্ম্পকে সভায় সবাইকে অবহিত করেন। আকবেট ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরে নিয়োজিত শিশুশ্রমিক নিয়ে কাজ করে । ২০১৩ সাল হতে শিশুশ্রম নিয়ে তাদের কার্যক্রম শুরু হয়ে এ পর্যন্ত ৭৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে চাকুরীর ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে তথ্য দেন । তিনি সিলেটের ২৭ টি ওয়ার্ডে যে শিশুশ্রম রয়েছে তার তালিকা তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন । তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রায় ৩০০ জন শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে সরিয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও স্কুলে ভর্তি করানো সম্ভব হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

১০। শ্রম পরিদর্শক(সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, সিলেট সরকার ঘোষিত ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টর নিয়ে আলোচনা করেন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের পরিদর্শন থেকে ৩৮ জন শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত থাকতে দেখা গেছে। যার মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ, নির্মান শিল্প, স্টীল ফার্নিচার বা গাড়ি বা মেটাল ফার্নিচার রংকরণ এবং স্টীল ও মেটাল কারখানার কাজ রয়েছে এবং তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে । এই তালিকা ইউসেপ, ইউনিসেফ, এস ও এস শিশুপল্লী, আকবেট, সমাজসেবা অফিসে পাঠানো হয়েছে । শিশুশ্রমের তথ্য সংগ্রহ একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের কাজ অব্যাহত রয়েছে বলে মন্তব্য করেন। এ্যালুমিনিয়াম , সিরামিক, প্লাষ্টিক, পাথর ভাঙা এসব ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরের মালিকদের সভায় উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে যাতে তারা এ সংক্রান্ত কিছু দায়িত্বও পালন করতে পারে।

১১। পুলিশ সুপার, সিলেট রেঞ্জ, শিশুশ্রম নিরসনে সবার কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন । সকলকে শিশুশ্রমের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার আহবান জানান । তিনি শিশুশ্রম নিরসনে প্রয়োজনে যেকোন সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করেন।

১২। সিনিয়র সহকারী কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট বলেন, আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত। শিশুশ্রমের ক্ষতিকর দিকগুলো সাধারণ মানুষ না জানার কারণে এটি নিরসনে সমস্যা হচ্ছে। এক্ষেত্রে সমাজের বিত্তবান লোক এসব শিশুর পুনর্বাসনে এগিয়ে আসতে পারেন বলে উল্লেখ করেন। সরকার ঘোষিত ৩৮ টি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করার কথা বলেন। শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ করে অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয় । এক্ষেত্রে শিশুশ্রমের আইন জানানোর পাশাপাশি তা নিরসনে সংশ্লিষ্টজনকে নিয়ে ওয়ার্কসপের আয়োজন করা যেতে পারে বলে তিনি মতামত দেন।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রঃ	বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
০১	গণসচেতনতা সংক্রান্ত	শিশুশ্রম নিরসনে শিশুশ্রম বিষয়ক আইন ও শিশুশ্রমের নেতিবাচক দিক সম্পর্কে গণসচেতনামূলক বিভিন্ন প্রোগ্রামের আয়োজন করতে হবে।	জেলা তথ্য অফিস এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, সিলেট।
০২	ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টর হতে শিশুশ্রম নিরসন প্রসঙ্গে।	৩৮ টি ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টর নিয়ে কারখানা মালিক, শ্রমিক পক্ষ, ব্যবসায়ী সমিতি, এনজিও সংশ্লিষ্ট জনকে নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করতে হবে।	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, সিলেট, মালিক পক্ষ ও এনজিও।
০৩	তথ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত	সার্বিকভাবে শিশুশ্রমের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, সিলেট।
০৪	সভায় উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ	শিশুশ্রমের সাথে জড়িত বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, সংস্থা, শিল্প মালিক প্রতিনিধিদের সভায় উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, সিলেট।
০৫	উপস্থিতির তালিকা প্রেরণ	সভায় উপস্থিতির তালিকা সকল সদস্যকে প্রেরণ করতে হবে।	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, সিলেট।
০৬	কাজের সমন্বয় সাধন	শিশুশ্রম নিয়ে জড়িত বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রমের তথ্য বিনিময় ও পরস্পরের কাজের সমন্বয় সাধন করতে হবে ।	কমিটির সকল সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সদস্যবৃন্দ।
০৭	শিশুশ্র নিরসন সংক্রান্ত	আকবেটের কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে।	আকবেট।
০৮	মিড ডে মিল	সুনামগঞ্জ জেলায় মিড ডে মিল চালুর সিদ্ধান্ত হয়।	এসওএস শিশু পল্লী, সিলেট।

সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে শিশুশ্রম নিরসনে সচেতনতা বৃদ্ধি ও ব্যাপক প্রচারণা চালানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একযোগে কাজ করার আহবান জানান। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নের জন্য সভায় উপস্থিত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্মিলিতভাবে সব ধরণের শিশুশ্রম নিরসন করার জন্য ফলপ্রসূভাবে কাজ অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানান। অত:পর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

২০/০২/১৯

(মো:তাহমিদুল ইসলাম)
অতিরিক্ত কমিশনার (সার্বিক),
সিলেট বিভাগ, সিলেট।

পরিশিষ্ট-ক

বিভাগীয় শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি , সিলেট এর ৩য় সভার হাজিরা (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রম	সদস্য	দপ্তর/সংস্থা	স্বাক্ষর	মন্তব্য
১	উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক সিলেট রেঞ্জ, সিলেট	-	-	উপস্থিত
২	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), সিলেট বিভাগ, সিলেট	-	-	উপস্থিত
৩	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট	-	-	অনুপস্থিত
৪	পরিচালক, স্বাস্থ্য, সিলেট বিভাগ, সিলেট	-	-	অনুপস্থিত
৫	উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা,সিলেট বিভাগ, সিলেট	-	-	উপস্থিত
৬	উপ-পরিচালক, বিভাগীয় তথ্য অফিস, সিলেট	-	-	উপস্থিত
৭	সভাপতি, চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, সিলেট	-	-	অনুপস্থিত
৮	জনাব সেলিম ফলিক, সভাপতি জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, সিলেট	-		অনুপস্থিত
৯	বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম	-	-	অনুপস্থিত
১০	প্র.সেতু বড়ুয়া, রিজিওনাল ম্যানেজার,(CWRA), ইউসেফ, সিলেট	-	-	উপস্থিত
১১	সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, জেলা আইনজীবি সমিতি, সিলেট	-	-	অনুপস্থিত
১২	উপমহাপরিদর্শ, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, সিলেট	-	-	উপস্থিত
১৩	বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিনিধি, উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, সিলেট	-	-	অনুপস্থিত
১৪	সভাপতি/সাধারন সম্পাদক, ওয়ার্কশপ এসোসিয়েশন, সিলেট	-	-	উপস্থিত
১৫	সভাপতি/সাধারন সম্পাদক, ষ্টোন ক্রাশার মালিক সমিতি, জাফলং, সিলেট	-	-	অনুপস্থিত
১৬	বিভাগীয় প্রতিনিধি, ইউনিসেফ, বিভাগীয় অফিস, সিলেট	-	-	অনুপস্থিত
১৭	বিভাগীয় প্রতিনিধি, ব্রাক স্টার প্রকল্প, বিভাগীয় অফিস, সিলেট	-	-	অনুপস্থিত
১৮	নির্বাহী পরিচালক, আকবেট	-	-	উপস্থিত
১৯	সভাপতি/সাধারন সম্পাদক, এলুমিনিয়াম শিল্প মালিক সমিতি	-	-	উপস্থিত
২০	সভাপতি/সাধারন সম্পাদক, প্লাষ্টিক শিল্প মালিক সমিতি	-	-	অনুপস্থিত
২১	সভাপতি/সাধারন সম্পাদক, সিরামিক শিল্প মালিক সমিতি	-	-	অনুপস্থিত